ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৩ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৭ চৈত্র ১৪২৫ , ৩১ মার্চ ২০১৯

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৭ মার্চ ২০১৯ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে-উপাচার্য

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৭ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল - বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভা, শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ সকালে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে গমন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে উপাচার্যের সভাপতিত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান সভা পরিচালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

এছাড়া, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ আবাসিক হল ও হোস্টেলের মসজিদ এবং বিভিন্ন উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩টি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার শিশুরা অংশগ্রহণ করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন।

ডাকসু'র প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

শেখ হাসিনাকে ডাকসু'র আজীবন সদস্য প্রদানের সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে গত ২৩ মার্চ ২০১৯ শনিবার ডাকসু প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভা ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ডাকসু'র অভিষেক উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

ডাকসু সভার শুরুতেই বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শাহাদতবরণ করেছেন তাদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ডাকসু সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, দীর্ঘ তিন দশক পর গত ১১ মার্চ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিজয়ী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ভিপি, জিএস, এজিএস, সম্পাদকীয় ও সদস্যসহ ২৫ জনের কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হল। আজকের সভার মধ্য দিয়ে ডাকসুর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম ও শুভযাত্রা শুরু হল।

ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন পর শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। তারা যেন নিজ নিজ জায়গা থেকে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আক্তারুজ্জামান আরও বলেন, আশা এবং আনন্দের কথা হল আজ ডাকসু'র এই প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভায় (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৬ মার্চ ২০১৯ সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কেন্দ্রীয় ভবন ও আবাসিক হলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। উপাচার্যের নেতৃত্বে ধানমণ্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জোহর নামাজের পর মসজিদুল জামিয়ায় বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রার্থনা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে কার্জন হল ও টিএসসিতে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া, সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে সংগীত বিভাগের উদ্যোগে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা, নৃত্য পরিবেশন এবং থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে নাটক মঞ্চায়ন করা হয়।

নানা আয়োজনে 'গণহত্যা দিবস' পালন

২৫ মার্চের নারকীয় গণহত্যাকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস'-এর স্বীকৃতি দিতে হবে-উপাচার্য

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাত্রি স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথভাবে গত ২৫ মার্চ ২০১৯ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে 'গণহত্যা দিবস' পালন করেছে।

এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সন্ধ্যা ৭টায় মোমবাতি প্রজ্বলন, ৭টা ৫ মিনিটে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং ৭টা ২০ মিনিটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি আমিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির সভাপতি সরোয়ার মোর্শেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারিগরী সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ পরিবার কল্যাণ সমিতির সভাপতি হাজী মো. মিন্নত আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী।

আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদসহ ২৫ মার্চের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের এই দিনটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে নিহত শহীদদের স্মরণে গত ২৫ মার্চ ২০১৯ হলের গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় পঙ্কজ দেবনাথ এম পি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন, ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী, সহ-সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের মোমবাতি প্রজ্বলন করতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভা গত ২৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসু'র সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ডাকসু'র ভিপি নুরুল হক, জিএস গোলাম রাব্বানী এবং এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেনসহ ডাকসু'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভা শেষে ডাকসু ভবনের সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসু'র সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে ডাকসু'র ভিপি নুরুল হক, জিএস গোলাম রাব্বানী এবং এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেনসহ ও ডাকসু'র নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

জগন্নাথ হলে ২৫মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবস পালিত

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে নিহত শহীদদের স্মরণে হল প্রাঙ্গণে গত ২৫ মার্চ ২০১৯ এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। এসময় বক্তব্য রাখেন পঙ্কজ দেবনাথ এম পি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন, ডাকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন কুমার সাহা ও সাধারণ সম্পাদক মলয় সাহা, জগন্নাথ হলের ২৫ মার্চ কালরাত ও গণহত্যা দিবস পালন কমিটির আহবায়ক দুলাল চন্দ্র গাইন প্রমুখ। এছাড়া জগন্নাথ হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল), রোকেয়া হল, জগন্নাথ হল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বর্বরোচিত ও নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের জঘন্যতম হত্যাকান্ড বিশ্বের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও ঘটেনি। তিনি পাকসেনাদের এই বর্বরোচিত নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট জোরালো দাবি জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, জগন্নাথ হলে পাক সেনাদের আক্রমণ ছিল সাম্প্রদায়িকতার পৈশাচিক বহিঃপ্রকাশ। সেই অন্ধকার দূরীভূত করতে প্রতিবছর আমরা এখানে মোমবাতি প্রজ্বলনের প্রতিকী কর্মসূচি পালন করে আসছি। এই আলো অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সমাজ নির্মাণের আলো। তিনি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের প্রতি এই আলো ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য আহ্বান জানান ।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরই ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শহীদদের স্মরণ করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে গতকাল বিকাল ৪.০১ মিনিটে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সন্ধ্যা ৬.০১ মিনিটে স্থাপনা শিল্প ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, সন্ধ্যা ৭.০১ মিনিটে দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা আবৃত্তি, রাত ৯.০০ মিনিটে ব্ল্যাকআউট, রাত ৯.০১ মিনিটে গণসমাধিতে মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, রাত ৯.১০ মিনিটে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং রাত ৯.২০ মিনিটে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৫ মার্চের নারকীয় গণহত্যাকে 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস'-এর স্বীকৃতি দিতে হবে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) স্থানে ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় গণহত্যা চালায়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গণহত্যার স্বীকৃতি পেলেও বাংলাদেশের এই গণহত্যার স্বীকৃতি এখনও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তাই দিবসটিকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি দিতে হবে বলে উপাচার্য জোরালোভাবে দাবি জানান।

উপাচার্য আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্রকে চিহ্নিত করে তাঁরা বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্য ও নিপীড়ন নিয়ে লেখায় এবং কথায় বাঙালিদের উজ্জীবিত করেছিলেন। তাঁরা স্বাধীনতার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরামর্শ প্রদান করে বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য জাগ্রত করেছিলেন। সে কারণেই ১৯৭১'র ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল (তৎকালীন ইকবাল হল) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব পাকিস্তানিদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন যে জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি।

এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষে বা'দ জোহর মসজিদুল জামিয়ায় নিহতদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ প্রার্থনা সভা।

ডাকসু'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামকে ডাকসু-২০১৯ এর কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর গঠনতন্ত্রের ৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাকে এই মনোনয়ন প্রদান করেছেন।

জগন্নাথ হলে দু'টি বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে শিক্ষকদের আবাসনের জন্য 'অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য আবাসিক শিক্ষক ভবন এবং ছাত্রদের আবাসনের জন্য রবীন্দ্র ভবন"-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৯ মার্চ ২০১৯ হল চত্বরে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার সহ হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ১১তলা বিশিষ্ট 'অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য আবাসিক শিক্ষক ভবন এবং ১৫ তলা বিশিষ্ট রবীন্দ্র ভবন"-এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৯ কোটি টাকা। প্রথম ধাপে রবীন্দ্র ভবনের ১০তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে। সরকারী অর্থায়নে ভবন দু'টি নির্মাণ করা হচ্ছে।

শহীদ শেখ কামাল ও শহীদ সুলতানা কামাল স্মৃতি বৃত্তি

গত ২২ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সোসিওলজি অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র "শহীদ শেখ কামাল ও শহীদ সুলতানা কামাল স্মৃতি বৃত্তি" প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যালামনাই-এর সভাপতি ড. কামাল নাসের চৌধুরী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ১০ জন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে প্রতি মাসে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. ফারুক হোসেন এবং অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক-কে আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়। আগামী জুলাই ২০১৯ হতে এ বৃত্তি প্রদান করা হবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অ্যালামনাই-এর মহাসচিব কামাল শারীফ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন, সহ-সভাপতি মো. নজিবুর রহমান মুখ্য সচিব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, মো. বাবুল চৌধুরী, খোকন, মো. নাসির উদ্দিন সহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্য।

সংগীতশিল্পী শাহনাজ রহমতউল্লাহ'র মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

বাংলাদেশের বরেণ্য সংগীতশিল্পী শাহনাজ রহমতউলাহ'র মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৪ মার্চ ২০১৯ এক শোক বাণীতে উপাচার্য বলেন, শাহনাজ রহমতউল্লাহ ছিলেন বাংলাদেশের সংগীত জগতে এক বরেণ্য শিল্পী । তিনি দেশাত্ববোধক গানসহ অনেক কালজয়ী গানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন । তাঁর মৃত্যুতে সংগীত জগতে যে ক্ষতি সাধিত হলো, তা পূরণীয় নয় বলে উপাচার্য উলেখ করেন । উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ।

উল্লেখ্য, শাহনাজ রহমতউল্লাহ গত ২৩ মার্চ ২০১৯ দিবাগত রাতে বারিধারার নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ...... রাজেউন)। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ ২০১৯ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের গান, কবিতা ও নৃত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন মিসেস টুম্পা সমদ্দার উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে উপাচার্যকে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে দেখা যাচ্ছে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে সংবর্ধনা প্রদান

বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, গবেষক, কবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট। গত ১৯ মার্চ ২০১৯ ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. এ এস এম আতীকুর রহমান। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম এবং সাইটেশন পাঠ করেন অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ তাঁর কর্মময় জীবন ও শৈশবের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্র–সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ২০টির অধিক কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ১৯৫৬ সালে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পুরস্কারসহ সম্প্রতি চীন থেকে 'আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ কবি' হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন। এছাড়া, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন' এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে পদকজয়ীদের ১টি করে ল্যাপটপ প্রদান

২০তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ী দলসহ পদকজয়ীদের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে একটি করে ল্যাপটপ উপহার দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গত ১৯ মার্চ ২০১৯ চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি এসব উপহারসামগ্রী তুলে দেন।

প্রতিমন্ত্রী প্রথম বার অংশগ্রহণ করেই স্বর্ণপদক অর্জনের জন্য বাংলাদেশ দলের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান। থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ২০১৯ এর আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য তিনি প্রতিযোগীদের সকল ধরণের সহায়তা প্রদানেরও অঙ্গীকার করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আই এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারপার্সন ও ২০তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের দলনেতা ড. লাফিফা জামাল ও বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের প্রধান সমন্বয়ক রেদওয়ান ফেরদৌস।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং চ্যানেল আই-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৪ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'Future of Robotics and Opportunity for Bangladesh' শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক বিজয়ী দলসহ অন্য পদকজয়ীদের ল্যাপটপ উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ২০তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেই বাংলাদেশ দল একটি স্বর্ণপদক সহ দুইটি হাইলি কমেন্ডেড পদক এবং একটি টেকনিক্যাল পদক অর্জন করে। বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা সেখানে ১৫টি দেশের প্রায় ৮০০ প্রতিযোগীর সঙ্গে লড়াই করে।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মৃদুল হাজারিকা গত ২৪ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. খালিদ হোসেন এবং অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় তারা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে একে অপরকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মৃদুল হাজারিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ আয়োজিত "Development of Novel Antibiotics to Tackle Antimicrobial Resistance" শীর্ষক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দিতে বাংলাদেশ সফর করেন।

যুক্তরাজ্যের মনোবিজ্ঞানী

বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. গ্রাহাম ই পাওয়েল গত ২৪ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামরুজ্জামান মজুমদার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান প্রমুখ।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করেন।

এন্টিবায়োটিক বিষয়ক দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের উদ্যোগে "Development of Novel Antibiotics to Tackle Antimicrobial Resistance (AMR)" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক কর্মশালা গত ২৪ মার্চ ২০১৯ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন।

ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. খালিদ হোসেন-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটি হারবাল মেডিসিন জার্নালের প্রধান সম্পাদক ড. বারবারা পেন্ড্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. মো. মোখলেছুর রহমান কর্মশালার বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। কর্মশালার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রশীদ স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, অতিমাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে এর কার্যকারিতা নষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে তিনি ওষুধ শিল্পের নিরীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এন্টিবায়োটিকের কার্যকারিতার বিষয়টিকে একটি বৈশ্বিক ইস্যু হিসেবে বর্ণনা করে উপাচার্য বলেন, যৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুন এন্টিবায়োটিক তৈরীর ক্ষেত্রে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ এবং ফার্মাসিস্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, ফার্মাসিস্ট ও গবেষকগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

'সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয় আর. সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে "সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ" শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠ ও শোনার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। নবীন লেখকদের মধ্যে অনেকেরই ভাষা জ্ঞান নেই। আমাদের অনেক ভাষাবিদ ও শিক্ষক রয়েছেন। নতুন প্রজন্মের লেখকদের সেসকল জ্ঞানীদের কাছে যাওয়ার চর্চাটিও বর্তমানে কমে যাচ্ছে। সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই ভাষা উন্নত করা সম্ভব।

সেমিনারের প্রধান বক্তা অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, যে জাতি মাতৃভাষায় যত বেশি দক্ষ, সে জাতি আরও দশটি ভাষায় দক্ষ হতে পারবে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন করতে হলে সর্বজনীন সাক্ষরতা, গণশিক্ষার প্রসার, ভাষাগত দক্ষতা ও কুশলতা তৈরি এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

শেখ হাসিনাকে ডাকসু'র আজীবন সদস্য প্রদানের সিদ্ধান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রায় সকলেই বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে মূল্যবোধ, যুক্তিতর্ক এবং ভালো নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সব গুণাবলি লক্ষ করেছি। যাদের ভোটে তারা নির্বাচিত হয়েছে, তারা যথার্থ যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছে। উপাচার্য সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সভায় ডাকসু'র ভিপি নুরুল হক, জিএস গোলাম রাব্বানী, এজিএস মো. সাদ্দাম হোসেনসহ সকলেই উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে উপাচার্য ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ডাকসুর নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি চিরন্তনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

একই দিন একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকল হলের নবনির্বাচিত হল ছাত্র সংসদের কার্যকরী পরিষদের সভা স্ব স্ব হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় হল প্রাধ্যক্ষরা সভাপতিত্ব করেন।

৩য় নারী গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি ও এ.এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ মার্চ ২০১৯ ৩য় নারী গণিত অলিম্পিয়াড-২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ.এফ. মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে ২০টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সকালে এই গণিত অলিম্পিয়াডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল।

এই গণিত অলিম্পিয়াড উপলক্ষে গণিত বিষয়ে উপস্থাপনা, বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেলে বিজয়ীদের মাঝে সনদ, ক্রেস্ট ও প্রাইজ মানি প্রদান করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ।

নারী গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দারের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা, এ.এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মিসেস খুশি কবির, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অমল কৃষ্ণ হালদার, অধ্যাপক ড. মো. মোবারক হোসেন, অধ্যাপক ড. অমূল্য চন্দ্রমণ্ডল এবং অধ্যাপক ড. সেলিনা পারভীন।

বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. গ্রাহাম ই পাওয়েল গত ২৪ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মৃদুল হাজারিকা গত ২৪ মার্চ ২০১৯ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভা গত ২৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ডাকসু'র সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে উপাচার্য ও ডাকসুর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ডাকসুর নব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গত ২৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হল সংসদের কার্যকরী পরিষদের প্রথম সভা হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। হল প্রাধ্যক্ষ ও সূর্যসেন হল সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে হল সংসদের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, সহ-সভাপতি মো. মারিয়াম জামান খান সোহান, সাধারণ সম্পাদক মো. সিয়াম রহমানসহ হল সংসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৩ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হল সংসদের প্রথম সভা হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। হল প্রাধ্যক্ষ ও বিজয় একাত্তর হল সংসদের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে হল সংসদের কোষাধ্যক্ষ রুহুল আমিন, সহ-সভাপতি সজীবুর রহমান সজীব, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান নিশানসহ হল সংসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে হল সংসদের সকল নেতৃবৃন্দ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে গমন করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) আয়োজিত আন্তঃহল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৯-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ডিবেটিং ক্লাব এবং রানার্স আপ হয়েছে ফজলুল হক মুসলিম হল ডিবেটিং ক্লাব। গত ১৯ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ডিইউডিএস-এর সভাপতি রাকিব সিরাজীর সভাপতিত্বে এসময় অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য অসীম কুমার উকিল এমপি, ডিইউডিএস-এর মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন, ডাকসুর নবনির্বাচিত সহ-সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন প্রমুখ।

গত ১৭ মার্চ ২০১৯ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রাত ১২:০১ মিনিটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের কেক কাটেন। এসময় হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান ও আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক ও শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক ও শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৬ মার্চ ২০১৯ অধ্যাপক এম এ লতিফ মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দেশের কৃতী সন্তান ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. এ এ এম শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁরা অন্যায়, অত্যাচার ও অসত্যের কাছে মাথানত করেননি। জাতির এই কৃতী সন্তানদের ত্যাগের বিনিময়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ভূতত্ত্ব বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ও এমএসসি ৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী শহীদ মো. আব্দুল মুকতাদির, বিএসসি ৩য় ব্যাচের সম্মান শ্রেণীর শিক্ষার্থী শহীদ বরদাকান্ত তরফদার এবং এমএসসি ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শহীদ আবুল কাশেমের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এছাড়া, বিভাগের এমএসসি ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা ড. হুমায়ুন আশরাফ, বিএসসি ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, বিএসসি সম্মান ২য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা মো. মকবুল-ই-ইলাহী, বিএসসি সম্মান ৩য় ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্ণেল (অব.) মো. মনোয়ার হোসেন (বীর বিক্রম), বিএসসি সম্মান ৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফজল হাসান, বিএসসি সম্মান ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার শাহজাহান, বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন মনসুর এবং ড. রইসউদ্দিনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং অধ্যাপক এম এ লতিফকে (মরণোত্তর) সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

এরআগে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূতত্ত্ব বিভাগের শহীদদের স্মরণে নির্মিত 'আগ্নেয় ৭১' শীর্ষক স্মৃতিফলক উন্মোচন করা হয়। শহীদজায়া তাহমিনা মুকতাদির এই স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যগণ স্মৃতিচারণ করেন। পরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

গণহত্যা বিষয়ক ২দিন-ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ'-এর উদ্যোগে 'Genocide and Mass Violence' শীর্ষক ২দিন-ব্যাপী ৩য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৪ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'গণহত্যার রাজনীতি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান স্বাধীনতার মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক বর্বরোচিত গণহত্যার সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালারাও এর শিকার হয়েছিল। তিনি বলেন, এধরনের সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস ও গণহত্যা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত 'জেনোসাইড এন্ড মাস ভায়োলেন্স: পলিটিক্স অফ সিঙ্গুলারিটি' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। দুইদিন-ব্যাপী এই সম্মেলনে দেশি-বিদেশি গবেষকবৃন্দ ৬টি সেশনে গণহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত

"একসাথে পথচলা" স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত ২১ মার্চ ২০১৯ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ ও জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল এই উপলক্ষে যৌথভাবে দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম এবং জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সরদার এ নাঈম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান সরদার এ রাজ্জাক স্বাগত ভাষণ দেন।

উল্লেখ্য, ডাউন সিনড্রোম সম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২১ মার্চ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমাপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর যৌথ উদ্যোগে 'Globalization of Social Work Education, Practice and Social Policy in South Asian Region' শীর্ষক ২দিন-ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৫ মার্চ ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সমাপ্ত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং 'বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর সোস্যাল ওয়ার্ক এডুকেশন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার এবং অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন। সমাপনী অনুষ্ঠানের পূর্বে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন সেসনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক ড. মো. জাহিদুল ইসলাম, ড. মো. আবদুর রহিম খান, অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাস, অধ্যাপক মো. আতিকুর রহমান প্রমুখ।

এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গত ১৪ মার্চ ২০১৯ এই সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে গত ২১ মার্চ ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক তানভীর মোকাম্মেল।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫